[redacted]

২৪/৭/২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে দুইপন্থী কর্মীরা মুখোমুখি

শহীদুল্লাহ শাহরিয়ার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিপন্থী এ দুই শিবিরে বিভক্ত বোর্ড কর্মচারীরা অবস্থান নিয়েছে মুখোমুখি। বিএনপিপন্থীরা বোর্ডে কর্মচারী নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত, নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বহিষ্কারাদেশসহ বিভিন্ন অভিযোগে বোর্ড চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শুধু মামলা করে ক্ষান্ত থাকলেও সরকারের সময় শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। সম্প্রতি স্বয়ং চেয়ারম্যানের ওপর হামলা করে তাদের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন বাদী হয়ে জননিরাপত্তা আইনে মামলাও করেছেন। অবশ্য বোর্ড কর্মচারীরা এ হামলার ঘটনাকে একটি 'সাজানো নাটক' বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে বোর্ড চেয়ারম্যান এ ঘটনার পরপর বোর্ডে পুলিশ মোতায়েন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য সিএমপি কমিশনার বরাবরে একটি আবেদনও করেছেন এবং বিএনপিপন্থী কর্মচারীরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে লেবার কোর্টে মামলা করার জন্য সরকারের অনুমতি চেয়েছেন বলে জানা যায়। বিএনপি নেতা কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, আবদুল্লাহ আল নোমানসহ নগর ও জেলা নেতৃবৃন্দও চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবি করেছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বোর্ড সচিব প্রফেসর এজেএম শহীদুল্লাহ বোর্ড থেকে অন্যত্র বদলির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সবমিলিয়ে বোর্ডের সার্বিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে বোর্ডে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকার তড়িঘড়ি করে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। অনেকটা হ-য-ব-র-ল অবস্থায় প্রাথমিকভাবে (কর্মকর্তা ছাড়া) ২৪ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয় এর যাত্রা। দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মচারীর অধিকাংশ ছাত্রদল ক্যাডার ও কর্মী বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বোর্ড প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মাথায় '৯৮ সালে ঘটে যায় মেধা কেলেংকারি ঘটনা। এইচএসসি পরীক্ষায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ২ ছাত্রকে বোর্ডের সঙ্গে জড়িত একটি চক্র খাতা ওলটপালট করে মেধা তালিকায় স্থান পাইয়ে দেয়। এ ঘটনা সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করে। অপরদিকে যে ২৪ জন কর্মচারীকে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, গতবছরের শেষের দিকে বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এনায়েতুর রহমান শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের নিয়োগ প্রদান করেন। এদিকে বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন বোর্ডে যোগ দেয়ার পরপর মেধা কেলেংকারির সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি তিনি ওই ফলাফলও বাতিল করেন। এছাড়া বোর্ড কমিটির সভায় মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৪ কর্মচারীর নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মূলত এ সিদ্ধান্তের পর থেকে কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। ২৪ কর্মচারী তাদের নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করলে হাইকোর্ট ওই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। অপরদিকে সম্প্রতি বোর্ডের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অমলকান্তি বড়ুয়া ও জাহেদা হোসেন নামে দুই কর্মচারীকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কর্মচারী সংসদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের মিশন নিয়ে বোর্ডে এসেছেন এবং ভিন্নমত পোষণকারী কর্মচারীদের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছেন। অপরদিকে বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, বোর্ডের কারও সঙ্গে তার ব্যক্তিগতভাবে শত্রুতা বা বন্ধুত্ব নেই। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি কোন কিছুর বিচার-বিশ্লেষণ করছেন না। তিনি বলেন, 'বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করার একটি 'মিশন' নিয়ে এসেছিলাম– যদি না পারি তবে দুর্নীতির সঙ্গে আমি নিজেও বসবাস করব না।'